প্রকৃত ধর্ম: শ্রবণ, অনুবর্তন এবং শান্তিতে জীবনযাপন

> **মূল বাক্য:**
> "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তারা প্রত্যেকেই যে স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পাবে তা নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই প্রবেশ করতে পাবে।" (মথি ৭:২১)

ভূমিকা

আজকের পৃথিবীতে ধর্মকে প্রায়শই কেবল আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক তকমা বা মতাদর্শে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের বিশ্বাসের এক গভীর ও খাঁটি রূপের আহ্বান জানান—যা ঈশ্বরের বাক্য মনোযোগ দিয়ে শোনার, তাঁর ইচ্ছা পালন করার এবং সততা ও শান্তিময় জীবনযাপনের মধ্যে নিহিত। এই রবিবারের জন্য নির্ধারিত শাস্ত্রাংশগুলোর ওপর আলোকপাত করলে, আমরা যাকোবের বর্ণিত সেই "পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মকে" গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হই। যীশু যে প্রকৃত ধর্মের কথা বলেছেন তা উপরিগত নয়, বরং তা জীবনকে আমূল পরিবর্তনকারী। এটি আমাদের চরিত্রকে গঠন করে, আমাদের কাজ পরিচালনা করে এবং ঈশ্বরের শান্তি ও ন্যায়বিচারকে প্রতিফলিত করে।

১. বোঝাপড়া ও পরিত্রাণের জন্য আকুল প্রার্থনা (গীতসংহিতা ১১৯:১৬৯-১৭৬)

গীতসংহিতা ১১৯ অধ্যায়টি ঈশ্বরের ব্যবস্থার ওপর একটি মহিমান্বিত ধ্যান। এর শেষ পদগুলোতে (১৬৯-১৭৬), গীতসংহিতা রচয়িতা ঈশ্বরের কাছে বুদ্ধি, উদ্ধার ও নির্দেশনার জন্য আকুল প্রার্থনা করছেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে জীবন এবং শক্তির উৎস হিসেবে স্বীকার করেছেন, এমনকি পথভ্রষ্ট হওয়ার মুহূর্তগুলোতেও। এটাই হলো প্রকৃত ধর্মের সূচনা: ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার জন্য এক গভীর ব্যাকুলতা। গীতসংহিতা রচয়িতা নম্রতার সাথে ঈশ্বরের কথা শোনেন, যেখানে মানুষের সীমাবদ্ধতা এবং ঐশ্বরিক পূর্ণতা প্রকাশ পায়। প্রকৃত ধর্ম বাহ্যিক পারদর্শিতা দিয়ে নয়, বরং মনের ভঙ্গি দিয়ে শুরু হয়—যা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরের প্রতি উন্মুক্ততা, নির্ভরশীলতা এবং আত্মসমর্পণের এক অনন্য ভঙ্গি। একটি হারিয়ে যাওয়া ভেড়া যেভাবে তার মেষপালককে খোঁজে, বিশ্বাসীও সেভাবে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, এই ভরসায় যে তাঁর বাক্য জীবনকে পুনরুদ্ধার করে। আমাদেরও আত্মিক যাত্রা শুরু করতে হবে শ্রবণের মাধ্যমে—জগতের কোলাহল নয়, বরং শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের মেষপালক যে বাণী দিচ্ছেন তা শোনার মাধ্যমে। আমরা কি সত্যিই আমাদের জীবনে ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনছি? নাকি শুধু সেটাই শুনছি যা আমাদের কানকে তৃপ্ত করে? প্রকৃত ধর্মের প্রথম ধাপ হলো এক বাধ্য হৃদয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করা।

২. ঐশ্বরিক প্রত্যাশা: ন্যায়বিচার, দয়া ও নম্রতা (মীখা ৬:৬-৮)

মীখা ৬ অধ্যায়ে একটি ঐশ্বরিক আদালতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। লোকেরা ভাবছিল যে বলির নৈবেদ্য, হোমবলি বা এমনকি তাদের প্রথমজাত সন্তান উৎসর্গ করার মতো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু ভাববাদী মীখা এই আচারসর্বস্ব মানসিকতাকে ভেঙে দিয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাশার এক অত্যন্ত শক্তিশালী সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন: "হে মানুষ, যা ভালো তা তিনি তোমাকে জানিয়েছেন। সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কী চান? কেবল ন্যায়বিচার করতে, দয়া ভালোবাসতে এবং নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সাথে চলতে।" এখানেই প্রকৃত ধর্মের মূল কথা নিহিত: বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে নয়, বরং পরিবর্তিত সম্পর্কের মধ্যে। ন্যায়বিচার, দয়া ও নম্রতা কোনো আনুষ্ঠানিক আচার নয়; এগুলো হলো দৈনন্দিন জীবনের এমন

কিছু সিদ্ধান্ত যা সমাজকে গড়ে তোলে এবং ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। অন্যায় ও অবিচারে জর্জরিত এই পৃথিবীতে মীখার এই আহ্বান আমাদের উইলিয়াম উইলবারফোর্স এবং মাদার তেরেসার মতো মানুষদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাঁরা ন্যায়বিচার ও করুণার মাধ্যমে তাঁদের বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টান হিসেবে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত: আমাদের চারপাশের মানুষের সাথে আমাদের আচরণে কি আমাদের ধর্ম দৃশ্যমান হচ্ছে? আমাদের তথাকথিত আধ্যাত্মিকতায় আমরা কি নম্রভাবে চলছি নাকি অহংকারের সাথে?

৩. প্রকৃত ধর্ম হলো ফলিত বিশ্বাস (যাকোব ১:১৯-২৭)

যাকোব অত্যন্ত সহজ এবং ব্যবহারিক ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা কেবল বাক্যের শ্রোতা হয়ে নিজেদের প্রবঞ্চনা কোরো না, কিন্তু বাক্য পালনকারী হও।" (পদ ২২)। যাকোব বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যকার ব্যবধান দূর করেছেন এবং নিষ্ক্রিয় ধর্মীয় মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। প্রকৃত ধর্ম কেবল উপাসনায় যোগ দেওয়া বা শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রতিফলিত হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, অসহায়দের যত্ন নেওয়া এবং নৈতিক সততার মধ্য দিয়ে। যাকোব এমন এক ব্যক্তির কথা বলেছেন যিনি আয়নায় নিজের মুখ দেখে পরক্ষণেই নিজের চেহারা ভুলে যান। একইভাবে, অনেকে ঈশ্বরের বাক্য শোনেন কিন্তু নিজেদের পরিবর্তন না করেই চলে যান। তবে প্রকৃত শিষ্যরা কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন, বিশেষ করে সমাজের সবচেয়ে অসহায় অংশ—অনাথ ও বিধবাদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে। আমাদের ধর্ম যদি আমাদের সেবা করতে, ক্ষমা করতে এবং পবিত্র জীবনযাপন করতে না শেখায়, তবে তা শূন্য ও অর্থহীন। বিশ্বাসকে অবশ্যই প্রেমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে হবে।

৪. বাধ্যতাই হলো ভিত্তি (মথি ৭:২১-২৮)

মথি ৭ অধ্যায়ে যীশু একটি সতর্কতা এবং একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পাহাড়ি উপদেশ (Sermon on the Mount) সমাপ্ত করেছেন। যারা মুখে শুধু "প্রভু, প্রভু" বলে তারা সকলেই স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না, বরং তারাই পারবে যারা পিতার ইচ্ছা পালন করে। তিনি এটিকে বুদ্ধিমান ও বোকা গৃহনির্মাণকারীর দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। একজন বাধ্যতার পাথরের ওপর ঘর তোলে; অন্যজন শূন্য কথার বালুর ওপর ঘর বানায়। যীশু পরিষ্কার করে দিয়েছেন: বাধ্যতাহীন ধর্ম হলো ভিত্তিহীন বাড়ির মতো। এটি হয়তো কিছু সময়ের জন্য সুন্দর দেখাতে পারে, কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় টিকবে না। একটি মজবুত ভিত্তি হয়তো জাঁকজমকপূর্ণ হয় না, তবে তা অপরিহার্য। ঝড়ের সময় কেবল শক্ত ভিত্তির ওপর নির্মিত বাড়িগুলোই টিকে থাকে। জীবনের নানা ঝড়ে—দুঃখকষ্ট, প্রলোভন ও পরীক্ষায়—যারা খ্রীষ্টের বাধ্যতায় প্রতিষ্ঠিত, তারাই অবিচল থাকে। আমরা কি আমাদের বিশ্বাসকে কেবল আবেগ, মুখের কথা এবং বাহ্যিক প্রদর্শনের ওপর গড়ে তুলছি? নাকি আমরা কাজ ও বাধ্যতার মধ্যে শিকড় রোপণ করছি?

ধর্মপরায়ণতা (Religiosity) বনাম আধ্যাত্মিকতা (Spirituality) এর পার্থক্য

মীখা ৬:৬-৮ পদে আমরা পুরাতন নিয়মের অন্যতম গভীর একটি ঘোষণা দেখতে পাই, যেখানে ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে কী চান তা ব্যক্ত হয়েছে। এই অংশটি ধর্মপরায়ণতা (আচার-অনুষ্ঠান ও বাহ্যিক প্রদর্শনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার মানুষের প্রচেষ্টা) এবং আধ্যাত্মিকতার (অন্তরের রূপান্তর এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন) মধ্যে তুলনা করে। ভাববাদী কিছু আলংকারিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন: "আমি কী নিয়ে সদাপ্রভুর সামনে আসব?... আমি কি হোমবলি... সহস্র মেষ... আমার প্রথমজাত সন্তান নিয়ে আসব?" এই প্রশ্নগুলো জমকালো ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার ভুল মানবিক প্রচেষ্টাকেই ফুটিয়ে তোলে। এটাই হলো ধর্মপরায়ণতা —যা বাহ্যিক, প্রদর্শনমুখী এবং প্রায়শই স্বার্থকেন্দ্রিক। এটি একটি লেনদেনের মানসিকতা দ্বারা চালিত: "আমি যদি এটি করি, তবে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন।" কিন্তু ঈশ্বর ভাববাদীর মাধ্যমে আমাদের ধারণাকে এক নতুন দিশা দেন। "হে মানুষ, যা ভালো তা তিনি তোমাকে জানিয়েছেন। সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কী চান?" উত্তরটি তার স্পষ্টতা এবং সরলতায় চমৎকার: "ন্যায়বিচার করতে, দয়া

ভালোবাসতে এবং নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সাথে চলতে।" এটাই হলো প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা—ঈশ্বর এবং মানুষের সাথে এক আন্তরিক সম্পর্কের জীবন। এই তিনটি প্রয়োজনীয়তা খাঁটি আধ্যাত্মিকতার তিনটি স্তম্ভ গঠন করে:

1. **ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরাগ:** এমন এক হৃদয় যা সমাজে ন্যায্যতা, সমতা এবং ধার্মিকতা খোঁজে। এটি নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, দুর্বলদের রক্ষা করে এবং মানুষের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে কাজ করে।
2. **অন্যদের প্রতি করুণা:** এক গভীর ও সক্রিয় প্রেম যা কেবল আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং প্রতিবেশীদের প্রতি, বিশেষ করে অসহায়দের প্রতি সদয়তা, দয়া ও অনুগ্রহের বাস্তব কাজে প্রকাশ পায়।
3. **ঈশ্বরের সামনে নম্রতা:** শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার এক মনোভাব, যা আমাদের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছার কাছে আমাদের জীবনকে সমর্পণ করে।

অতএব, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আমরা কতটা ত্যাগ স্বীকার করছি তা নিয়ে নয়, বরং আমরা কতটা বিশ্বস্তভাবে জীবনযাপন করছি তার ওপর নির্ভর করে। মীখা ৬:৬-৮ পদ আজকের মণ্ডলীকে আচারসর্বস্বতা থেকে ধার্মিক জীবনে, কেবল উপাসনা থেকে সাক্ষ্য জীবনে এবং বাহ্যিক ধর্মপরায়ণতা থেকে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক গভীর আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হওয়ার আহ্বান জানায়।

উপসংহার

প্রকৃত ধর্ম গির্জার পবিত্র দেয়াল বা স্তোত্রসংহিতার পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি খুঁজে পাওয়া যায় সেই হৃদয়ে যা ঈশ্বরের কথা শোনে, সেই জীবনে যা ন্যায়বিচার করে ও দয়া ভালোবাসে, সেই হাতে যা অসহায়দের সেবা করে এবং সেই পায়ে যা নম্রভাবে চলে। এটি কেবল রবিবারের কোনো আচার নয়, বরং বাধ্যতা, করুণা ও বিশ্বস্ততার এক দৈনন্দিন জীবনধারা। যীশু আমাদের বাহ্যিক প্রদর্শনীর ঊর্ধ্বে উঠে খাঁটি হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এমন শিষ্য চান যারা শোনে ও পালন করে, বিশ্বাস করে ও আচরণ করে, ভালোবাসে ও সেবা করে। আসুন আমরা প্রকৃত ধর্মের পথে—শ্রবণ, অনুবর্তন এবং শান্তিতে জীবনযাপনের পথে নিজেদের পুনরায় উৎসর্গ করি।

প্রার্থনা

হে দয়াময় ও প্রেমময় ঈশ্বর, তোমার বাক্যের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যা আমাদের পথ দেখায় এবং আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে। আমাদের কেবল তোমার বাণী শোনার নয়, বরং তা অনুসরণ করার শক্তি দাও। আমাদের ন্যায়বিচার করতে, দয়া ভালোবাসতে এবং তোমার সাথে নম্রভাবে চলতে শেখাও। সমস্ত ভণ্ডামি থেকে আমাদের ধর্মকে পবিত্র করো এবং খ্রীষ্টের খাঁটি শিষ্য হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের ক্ষমতাবান করো। আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে যেন আমাদের বিশ্বাস দৃশ্যমান হয় এবং আমাদের প্রেম যেন আমাদের চারপাশের মানুষের মাঝে শান্তি বয়ে আনে। জীবনের প্রতিটি ঋতুতে যেন আমরা অবিচল থাকতে পারি, সেজন্য আমাদের ভিত্তিকে মজবুত করো। যীশুর নামে প্রার্থনা করি। আমেন।